তারিখ 03 ফেব ১৯৯০ ... ২
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

৪/

21

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে সবাই দেখেছেন, এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সকল অতিরিক্ত কর্মচারীদের অন্যত্র সমন্বয় করার পরিবর্তে বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মেহমানকে খেতে না দিলে সে নিজেই বিদায় হয়। সেই রকম আর কি। দ্বিতীয়তঃ কিছুদিন আগে প্রথম কিছু সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষককে নিজ বেতন স্কেলে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তারপর কিছুসংখ্যক সহকারী শিক্ষককে নিজ বেতন স্কেলে সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে পদোন্নতি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা যারা প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা হয়েছেন, তারা বেতন পাচ্ছেন কিন্তু যারা সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে গেলেন তাদের বেতন বন্ধ। যখন সহকারী শিক্ষক ছিলেন তখন অন্ততঃ বেতন পেতেন, আজ পদোন্নতি হয়ে বেতন বন্ধ। কর্মকর্তারা ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস থেকে বলে আসছেন শীঘ্রই যারা সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক হয়েছেন এবং যে সকল ব্যক্তিকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের নিয়মিতকরণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সহসা নিয়মিত হয়ে যাবে। সহসা কথাটার অর্থ কি? কত বছর? কত মাস? এসব কাজের দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদের বেতন বন্ধ হচ্ছে না কেন জনগণ জানতে চায়। কারণ তাদের দক্ষতা প্রমাণিত। তারপর প্রধান শিক্ষকদের ২৮০০/-টাকার বেতন স্কেল দেয়ার কথা সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছিল। সেটাই বা কি হলো? এটা কি নতুন বেতন স্কেলে ঘোষণা করা হবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনের নিকট জিজ্ঞাসা, কার বা কাদের পাপে আজ বাংলাদেশের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই অতিরিক্ত ঘোষিত শিক্ষকদের বেতন বন্ধ? কেন সদ্য নিয়োগকৃত সহকারী প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন বন্ধ? কেন নিয়োগকৃত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়োগ নিয়মিত হচ্ছে না? কোন এক সভায় আমাদের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দোষের জন্য চাবুক মারতে চেয়েছিলেন। যাদের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পরিবার পরিজন আজ অর্ধাহারে অনাহারে কাটাচ্ছে তাদের কি করা উচিত তা বলেননি।

এসব ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আসিফ ইকবাল
প্রধান শিক্ষক,
আশাশুনি সরকারী
উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।